গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) আধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৪৩.০৬.০০২.২০- ৯৯০

তারিখ: ৪ জৈষ্ঠ্য ১৪২৮ / ১৮ মে ২০২১

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সঙ্গে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইনোভেশন টিমের ২য় সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩.০৩.২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সঙ্গে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইনোভেশন টিমের ২য় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

১৮/৫/২১

(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
monitor@hsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। যুগ্মসচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। যুগ্মসচিব (মানব সম্পদ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৬। যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭। উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। উপসচিব (প্রশাসন-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯। উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১০। উপসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১। উপসচিব (নার্সিং সেবা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১২। উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩। উপসচিব (প্রশাসন-৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সঙ্গে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইনোভেশন টিমের ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মুহিবুর রহমান , অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও
চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্থান : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (ভবন নং ৩, কক্ষ নং ৩৩২)।
তারিখ ও সময় : ২৩.০৩.২০২১ খ্রিঃ, বেলা: ১২:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সঙ্গে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের ইনোভেশন টিমের সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে। এ মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্ভাবনী চর্চা এখন অতীব প্রয়োজন। নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে পৌঁছে দিতে হবে মর্মে তিনি জানান। তিনি সভায় দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান হতে আগত উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সভায় উপস্থাপনের সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সভাপতি সদস্য সচিব ও উপসচিব (প্রশাসন-৪) কে গত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

০২. সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-৪) গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
০৩. গত ২৪.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক ইনোভেশন টিমের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পাইলটিংকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**শোকেসিংয়ে নির্বাচিত প্রকল্পের রেপ্লিকেশন/স্কেল আপ:** সভাপতি বিগত অর্থবছরের শোকেসিংয়ে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহ দেশের প্রতিটি বিভাগে দ্রুত স্কেলআপ/রেপ্লিকেশনের নিমিত্ত কর্মশালা আয়োজন (প্রয়োজনে অনলাইনে) করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	দেশের প্রতিটি বিভাগে বিগত অর্থবছরের শোকেসিংয়ে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহ দ্রুত স্কেলআপ/রেপ্লিকেশন করার জন্য কর্মশালা আয়োজন (প্রয়োজনে অনলাইনে) করবে।	প্রশাসন-৪/প্রশাসন-২/ বাজেট অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ
৩.৩	**ইনোভেশন কমিটির সভা :** সভাপতি সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থাকে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইনোভেশন কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন (প্রয়োজনে অনলাইনে) করার নির্দেশনা প্রদান করেন । তিনি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে কার্যবিবরণী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অধিদপ্তর/ দপ্তরসমূহের ইনোভেশন সভা পর্যবেক্ষণ করতে বলেন। তিনি অধিদপ্তরগুলোর সভাতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখার জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাসিক সভা আয়োজন করবে এবং কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করবে। (খ) অধিদপ্তরসমূহকে মাসিক সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিনিধিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
৩.৪	**প্রশিক্ষণ/কর্মশালা :** সভাপতি সভা কর্তৃক নির্ধারিত	(ক) এপ্রিল ২০২১ মাসের মধ্যে ২ দিনের	প্রশাসন-৪

	সময়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করতে ব্যর্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণ (প্রয়োজনে অনলাইনে) প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে একদিনের কর্মশালাটি এপ্রিল ২০২১ এ আয়োজন (প্রয়োজনে অনলাইনে) করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রশাসন-৪ কে অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রশিক্ষণ ও ১ দিনের কর্মশালা (প্রয়োজনের অনলাইনে) সম্পন্ন করতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।	
৩.৫	**পাইলটিংকৃত উদ্ভাবন প্রকল্প উপস্থাপন :** উপসচিব (প্রশাসন-৪) আগত উদ্ভাবকগণকে পর্যায়ক্রমে তাদের পাইলটিংকৃত প্রকল্পগুলো উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। **১। হাইপার টেনশন ও ডায়াবেটিক ক্লিনিক, এনসিডি কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা:** ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির, সিভিল সার্জন, নীলফামারী, প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তিনি ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান যে, ১৯৮০ (৩.৮%) সালের তুলনায় ২০১৪ (১১%) সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ডায়াবেটিকস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৭ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও অনেক নারী অল্প বয়সে গর্ভকালীন ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে মায়েদের ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগীর সংখ্যা উপজেলা হাসপাতালে দিন দিন বাড়ছে। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিকসকে অবহেলা করায় অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। এই রোগগুলো থেকে মুক্তি না পেলেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই ভাবনা থেকে বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উচ্চ রক্তচাপ ক্লিনিক ও ডায়াবেটিক ক্লিনিক নামে দুটি ক্লিনিক খোলা হয়। এই ক্লিনিক দুটিতে উচ্চ রক্তচাপজনিত এবং ডায়াবেটিকস রোগীরাই চিকিৎসা নেবেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পূর্বে এধরণের চিকিৎসা ছিল না। এই ক্লিনিকে হেলথ কার্ডের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এই কার্ড দেখে চিকিৎসকগণ রোগীর অতীত ইতিহাস জানতে পারেন এবং সহজ ও দ্রুততার সাথে সেবা দিতে পারেন। ডায়াবেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকায় উক্ত উপজেলায় মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। **২। কোয়েল বালা:** ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির কোয়েল বালার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। গর্ভবতী মায়েদের হাতে বালাটি থাকবে। বাংলাদেশের অনেক মহিলা প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করেন। যেখানে তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং মিডওয়াইফের সুবিধা পাওয়া সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। তদুপরি, এই মহিলাদের দক্ষ	ক) গত অর্থবছর এবং চলতি অর্থবছরের প্রাপ্ত ইনোভেশন প্রকল্পগুলো বাছাইপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে পাইলটিংয়ে থাকা প্রকল্প অথবা প্রকল্প পাইলটিংয়ের আদেশ জারি করতে হবে। গ) উপস্থাপিত উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলোকে ইনোভেশন কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা মোতাবেক পরিমার্জন করতে হবে। ঘ) পরবর্তী সভায় বাকী পাইলটিংকৃত প্রকল্পগুলো উপস্থাপন করতে হবে। ঙ) বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে থেকেই মানুষকে আরেকটু ভাল সেবা দেওয়ার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। চ) উদ্ভাবকদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর

	পেশাদারদের কাছ থেকে চিকিৎসা পরামর্শ নেওয়ারমত গুরুত্ব সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই। ফলস্বরূপ, নিরাপদ গর্ভাবস্থায় থাকার এবং একটি স্বাস্থ্যকর বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে তাদের প্রায়শই চিকিৎসকের সহায়তা পেতে অসুবিধা হয়। জাপান হতে প্রাপ্ত ৮০টি বালা তিনি পীরগঞ্জের গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিতরণ করেন। ফলে পীরগঞ্জ এলাকায় মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। বালাগুলো রিইউজেবল। **৩। কমিউনিটি এ্যাম্বুলেন্স:** ডাঃ মোঃ আকুল উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া জানান যে, প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এ্যাম্বুলেন্সের অভাবে দরিদ্র রোগীদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসতে অনেক কষ্ট হত। অনেক রোগী সময়মত আসতে না পেরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। এছাড়াও একটি এ্যাম্বুলেন্সের পক্ষে কুমারখালীসহ জনবহুল উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জরুরী রোগীদের বহন করা সম্ভব হত না। কিন্তু কমিউনিট অ্যাম্বুলেন্স (ইজি অটোকে অ্যাম্বুলেন্সে রুপান্তর) চালু করার ফলে সমস্যার সমাধান হয়েছে। দরিদ্র রোগীরা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে স্বল্প খরচে হাসপাতালে যাতায়াত করতে পারছে। তিনি আরো জানান, আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে কমিউনিটি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে। এ্যাম্বুলেন্সটি ব্যাটারি চালিত বিধায় এটি চার্জ দেওয়া ও রাখার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদ করবে। বর্তমানে ১টি কমিউনিটি এ্যাম্বুলেন্স চালু আছে এবং আরো ২টি চালুকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় উপজেলা পরিষদ বহন করছে। **৪। কোভিড কর্নার :** ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটি গ্রহণের কারণ হিসাবে তিনি জানান, কোভিড-১৯ এর নমুনা সংগ্রহ করে সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে পিসিআর ল্যাবে দুপুর ১টার মধ্যে পাঠানো হয়। সন্দেহজনক কোভিড-১৯ রোগী নমুনা দিতে এসে, নমুনা না দিয়ে ফিরে গেলে পরবর্তীতে নমুনা দেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে সমাজে কোভিড-১৯ রোগ ছড়াতে থাকবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সময় বা বাড়িতে থাকার সময় টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দেওয়া হলেও, সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আর খুব একটা ফলো-আপ করা হয় না। কোভিড পরবর্তী অনেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, অস্থিমজ্জা, লিভার, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সিস্টেম, হৃদরোগ বিষয়ক, নার্ভ ও ব্রেইনের বিভিন্ন সমস্যা, রক্ত		

	জমাট বাঁধা ও রক্তনালীর বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন। কোভিড কর্ণার স্থাপন করা হলে যখন তখন সঠিকভাবে নমুনা সংরক্ষণ করা হবে। নমুনা পরের দিন পাঠানো হবে। নমুনা সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত জনবল থাকায় কাউকে ফেরত দেওয়া হবে না। ফলে খরচ, সময় ও ভোগান্তি কমবে। মনোজ কুমার রায়, যুগ্মসচিব (নার্সিং) প্রকল্পটি টেকসই হয় সেদিকে নজর দিতে বলেন। তিনি প্রচলিত জনবল দিয়ে প্রকল্পটি চালানোর বিষয়ে মতামত দেন। শাহিনা খাতুন, যুগ্মসচিব (পার) প্রকল্পটির ফান্ডের বিষয়ে নজর দিতে বলেন। **৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ কর্ণার স্থাপন:** ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ প্রকল্পটি যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, আমাদের দেশে প্রবীণদের তেমন হাসপাতাল নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও তাদের জন্য টিকেট কাটার আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের কোন পৃথক কর্নার নাই। পারিবারিকভাবে অনেক সময় প্রবীণরা অবহেলা অযত্নের শিকার হয়ে পরিবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন বা পরিবারই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে । তার নিকটজন এমনকি ছেলে মেয়েও তাকে বোঝা মনে করছে। তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার প্রধান কারণ হলো চিকিৎসা সুবিধার অভাব। তাদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা অনেক জায়গায় নাই বা থাকলেও সীমিত, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে। তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ আর এর শিকার হন প্রবীণরা । প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবার দিকে নজর দেওয়া সময়ের দাবী। তাঁদের জন্য আলাদা কর্নার চালু করা হলে তাঁদের প্রতি আরো যত্নবান হাওয়া যাবে। কেননা প্রবীণদের সবচেয়ে বেশি যেই জিনিসটি দরকার সেটি হলো যত্ন। প্রকল্পটির মাধ্যমে তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীনদের জন্য হেলথ কার্ড (রোগীর প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা হয়) প্রচলন করেন। ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীনগণ হেলথ কার্ড নিয়ে লাইনে না দাঁড়িয়ে সোজা মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ কর্ণারে চলে যান। তারা সহজে সেবা পান এবং ভোগান্তি কমে যায়। **৫। "মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসডিজি অর্জন:** ডাঃ মোঃ আজমল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, চিড়িরবন্দর, দিনাজপুর যৌথ প্রকল্পটি তুলে ধরেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভিতর ও বাহির যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকায় রোগী এবং তার আত্মীয় স্বজন এসে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ত। এছাড়াও অনেক রোগী হাসপাতাল মুখো হতে চাইতো না। মায়েদের পুষ্টিজ্ঞান না থাকায় গর্ভবতী মায়েরা নিজেরা		

	অসুস্থ হয়ে পড়ত সেই সাথে অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিত। তিনি গ্রীন ও ক্লিন হাসপাতাল থিউরী (ত্রি-উদ্যান) এর মাধ্যমে হাসপাতালের ভেতর ও বাহিরের পরিত্যক্ত জায়গায় পুষ্প, পুষ্টি ও ভেষজ উদ্যান গড়ে তোলেন। পুষ্টি ট্রের মাধ্যমে মায়েদের পুষ্টি জ্ঞান ও সেবা প্রদান করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ও নরম্যাল ডেলিভারি বৃদ্ধির জন্য ইডিডি কার্ড, মা-শ্বাশুড়ী সমাবেশ, উপহার সামগ্রী, মাঠ কর্মিদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, সকল প্রকার ঔষধ হাসপাতাল থেকে সরবরাহ, ডেলিভারির সময় বেশি অসুস্থ গর্ভবতী মায়েদের অ্যাম্বুলেন্স করে বিনামূল্যে জেলা হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে থাকেন। ফলে চিরিরবন্দরে প্রাতিষ্ঠানিক ও নরম্যাল ডেলিভারি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রায় শুন্যের কোঠায় পৌঁছায়। **৬।ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য সেবা :** ডাঃ কামাল পারভেজ, মেডিকেল অফিসার (সংযুক্ত), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তিনি প্রকল্পটি গ্রহণের কারণ হিসাবে দেশের প্রত্যন্ত ও দূর্গম অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মায়েরা যারা স্বাস্থ্য সেবা নিতে উপজেলা বা জেলা হাসপাতালে আসতে পারেনা। তাদের স্বাস্থ্য সেবা দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া। এই প্রকল্পে ডিজিটাল ডিভাইস-পোর্টেবল ইউএসজি সার্ভিস, পোর্টেবল আলট্রাসনোগ্রাফী, পোর্টেবল ল্যাবরেটরি সার্ভিস, পোর্টেবল হেমোগ্লোবিনমিটার, ব্লাড গ্রুপিং ইউরিন স্ট্রিপ দ্বারা রোগীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা দেওয়া হবে। ডিভাইসগুলো ক্রয় করতে প্রচুর অর্থ খরচ হলেও প্রত্যন্ত ও দূর্গম অঞ্চলের অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচবে। সভাপতি প্রকল্পটি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখার জন্য ইনোভেশন কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। **৭। রোগীর সেবায় নাইটিংগেল এপ্রোচ:** রোগীর ছাড়পত্র নার্স, ডাক্তার অথবা অন্য কোন সহায়ক কর্মচারী দ্বারা বিতরন করা হয়, কিন্তু ছাড়পত্রের নির্দেশনাবলী সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না। তদারকির অভাবে রোগীকে নিম্নমানের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। যার ফলে রোগীদের বেশী দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রকল্পটি চালু হলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের বার কমে যাবে। মোঃ মুহিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিদ্যমান জনবলেরভিত্তিতে প্রকল্পটি গ্রহণের পরামর্শ দেন। সভাপতি উপস্থাপিত উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলোকে ইনোভেশন		

	কমিটির সদস্যদের নির্দেশনা মোতাবেক পরিমার্জন করতে বলেন। সভাপতি পরবর্তী সভায় বাকী পাইলটিংকৃত প্রকল্পগুলোকে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে থেকেই মানুষকে আরেকটু ভাল সেবা দেওয়ার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উদ্ভাবকদের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকারও নির্দেশনা দেন।		
৩.৬	**সেবা সহজীকরণ এবং ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন :** সভাপতি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দপ্তর/দপ্তরকে ন্যুনতম একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি ডিজিটাল সেবা গ্রহণ ও পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল অধিদপ্তর/দপ্তর ন্যুনতম একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি ডিজিটাল সেবা গ্রহণ ও পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
	শোকেসিং কর্মশালা: সভাপতি পরবর্তী ইনোভেশন কমিটির সভায় শোকেসিংয়ের প্রস্তুতিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান। এছাড়াও তিনি এসডিজির সমন্বয়ক/ এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করে শোকেসিংয়ের সময় নির্ধারণের জন্য উপসচিব, প্রশাসন-৪ কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) পরবর্তী ইনোভেশন কমিটির সভায় ইনোভেশন শোকেসিংয়ের প্রস্তুতিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। খ) এসডিজির সমন্বয়ক / এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করে শোকেসিংয়ের সময় নির্ধারণ করতে হবে।	

০৪. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৪/২১

(মোঃ মুহিবুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ